এখানেই আছে-
৫০তম বিসিএসের ৩১টি রিয়েল ভাইভা অভিজ্ঞতার সল্যুশন
বিসিএস ভাইভা ওশান (ভিজিট viva.educativesite.com)

BCS VIVA OCEAN

Experience – 01

৫০তম বিসিএস ভাইভা অভিজ্ঞতা
বোর্ড: ড. এম. আমজাদ হোসেন
চয়েস: BCS Foreign Affairs – 1st Choice
সিরিয়াল: ০৮
সময়: প্রায় ১০ মিনিট

ভাইভা প্রশ্নসমূহ

১. পররাষ্ট্রনীতি কী? ডিপ্লোমেসি কী?

নমুনা উত্তর:
স্যার, একটি রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার জন্য যে নীতি ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে, তাকে পররাষ্ট্রনীতি বলে। আর শান্তিপূর্ণ আলোচনা, দর-কষাকষি, প্রতিনিধিত্ব ও যোগাযোগের মাধ্যমে সেই পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াই হলো ডিপ্লোমেসি। সংক্ষেপে, পররাষ্ট্রনীতি হলো লক্ষ্য এবং ডিপ্লোমেসি হলো সেই লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও মাধ্যম।

২. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি কী?

নমুনা উত্তর:
বর্তমানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র হলো—

> ***বাংলাদেশ ফার্স্ট অফ অল (সবার আগে বাংলাদেশ)***
> ***স্লোগানঃ*** *সবার আগে বাংলাদেশ। করব কাজ, গড়ব দেশ।*

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পররাষ্ট্রনীতির প্রধান মূলনীতিগুলো হলো—

- জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রগুলোর সমতার প্রতি শ্রদ্ধা।
- অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।
- আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা।
- আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
- শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণে সমর্থন।
- প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি।
- সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ন্যায়সংগত সংগ্রামে সমর্থন।

বর্তমানে এর বাস্তব প্রয়োগে **জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক, অর্থনৈতিক কূটনীতি, আঞ্চলিক শান্তি ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার** ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৩. কোনো দেশ বাংলাদেশের প্রতি Hostile হলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কি একই থাকবে?

নমুনা উত্তর:
স্যার, বাংলাদেশের মৌলিক পররাষ্ট্রনীতির নীতিগত ভিত্তি একই থাকবে; তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী এর প্রয়োগ ও কৌশলে পরিবর্তন আসবে। বাংলাদেশ প্রথমে কূটনৈতিক আলোচনা ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করবে। কিন্তু কোনো দেশ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা বা জাতীয় স্বার্থের জন্য হুমকি সৃষ্টি করলে বাংলাদেশ অবশ্যই দৃঢ়, বাস্তবসম্মত ও জাতীয় স্বার্থভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। "কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়" মানে অন্যায় বা আগ্রাসনের কাছে আত্মসমর্পণ নয়।

৪. পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে বলুন।

নমুনা উত্তর:
স্যার, পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আমবাগানে সংঘটিত হয়। মীর জাফর, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভসহ কয়েকজনের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নবাব পরাজিত হন। এটি প্রচলিত অর্থে বড় কোনো যুদ্ধের চেয়ে বেশি ছিল একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফল। এই পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলায় ব্রিটিশ আধিপত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন বিস্তারের পথ তৈরি হয়।

৫. আপনার বর্তমান চাকরি কেন ছাড়তে চান?

নমুনা উত্তর:
স্যার, আমি আমার বর্তমান চাকরির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং এখান থেকে মূল্যবান পেশাগত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। তবে বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডারে কাজ করার মাধ্যমে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও অর্থনৈতিক কূটনীতি এগিয়ে নেওয়ার বৃহত্তর সুযোগ রয়েছে। আমার দক্ষতা, আগ্রহ ও দীর্ঘমেয়াদি পেশাগত লক্ষ্য এই দায়িত্বের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বর্তমান চাকরি থেকে পালানোর জন্য নয়, বরং বৃহত্তর পরিসরে দেশকে সেবা করার উদ্দেশ্যে বিসিএসে আসতে চাই।

৬. Engineering পড়াশোনা করে BCS-এ আসতে চাচ্ছেন কেন?

নমুনা উত্তর:
স্যার, Engineering আমাকে বিশ্লেষণী চিন্তা, সমস্যা সমাধান, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং চাপের মধ্যে কাজ করার দক্ষতা দিয়েছে। এসব দক্ষতা শুধু প্রকৌশল পেশায় নয়, প্রশাসন ও কূটনীতিতেও অত্যন্ত কার্যকর। বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানি নিরাপত্তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, সাইবার নিরাপত্তা ও অবকাঠামোগত সহযোগিতার মতো বিষয় কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই আমি মনে করি, আমার Engineering background পররাষ্ট্র ক্যাডারে একটি বাড়তি সক্ষমতা হিসেবে কাজ করবে এবং এর মাধ্যমে আমি বৃহত্তর পরিসরে দেশকে সেবা করতে পারব।

৭. আপনার জীবনের একটি Happy Moment বলুন।

নমুনা উত্তর:
স্যার, আমার জীবনের অন্যতম আনন্দের মুহূর্ত ছিল যখন আমি Engineering-এ ভর্তির সুযোগ পাই। ফলাফল জানার পর আমার বাবা-মায়ের মুখে যে আনন্দ ও গর্ব দেখেছিলাম, সেটিই মুহূর্তটিকে আমার কাছে বিশেষ করে তুলেছিল। কারণ এটি শুধু আমার ব্যক্তিগত অর্জন ছিল না; এর সঙ্গে আমার পরিবারের ত্যাগ, সমর্থন ও প্রত্যাশাও জড়িত ছিল।

৮. আপনার জীবনের একটি Sad Moment বলুন।

নমুনা উত্তর:
স্যার, আমার জীবনের একটি দুঃখজনক মুহূর্ত ছিল যখন আমি আমার একজন অত্যন্ত কাছের ও প্রিয় মানুষকে হারাই। ঘটনাটি আমাকে মানসিকভাবে কষ্ট দিলেও জীবনের অনিশ্চয়তা, সময়ের মূল্য এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন করেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেকে সংযত রাখা এবং বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে চলার শিক্ষা পেয়েছি।

Experience – 02

৫০তম বিসিএস ভাইভা অভিজ্ঞতা
বোর্ড: আমজাদ হোসেন
চয়েস: BCS Administration
সময়: প্রায় ১০–১২ মিনিট

চেয়ারম্যান

১. নিজের সম্পর্কে ২–৩ মিনিট প্রশ্ন করেছে।

নমুনা উত্তর:
স্যার, আমি [নিজের নাম]। আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা বগুড়া জেলায়। আমি [বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম] থেকে [বিষয়ের নাম]-এ স্নাতক সম্পন্ন করেছি। বর্তমানে আমি [চাকরি করলে প্রতিষ্ঠানের নাম ও পদ] হিসেবে কর্মরত আছি। আমার পরিবার থেকে আমি সততা, শৃঙ্খলা ও মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার শিক্ষা পেয়েছি।

পড়াশোনা ও কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে দলগতভাবে কাজ করা, সমস্যা বিশ্লেষণ এবং চাপের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। দেশের ইতিহাস, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে আমি আগ্রহী। অবসর সময়ে বই ও পত্রিকা পড়া এবং সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

আমার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হলো একজন সৎ, দক্ষ ও জনবান্ধব সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করা। বিশেষ করে মাঠ প্রশাসনে জনগণের সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান, সরকারি সেবায় স্বচ্ছতা এবং নীতির কার্যকর বাস্তবায়নে অবদান রাখতে চাই।

২. বিসিএস কেন দিচ্ছি, বিদেশে যেতে চাচ্ছি না কেন?

নমুনা উত্তর:

স্যার, বিসিএসের মাধ্যমে দেশের নীতি বাস্তবায়ন ও জনসেবায় সরাসরি অংশ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই চাকরিতে কাজের ক্ষেত্র বৈচিত্র্যময় এবং মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সুযোগও অনেক বেশি। বিদেশে উচ্চশিক্ষা বা পেশাগত অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগকে আমি নেতিবাচকভাবে দেখি না। তবে আমার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য বিদেশে স্থায়ী হওয়া নয়; নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশে থেকে জনগণ ও রাষ্ট্রের সেবা করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

৩. প্রশাসন ক্যাডার প্রথম কেন?

নমুনা উত্তর:

স্যার, প্রশাসন ক্যাডারে নীতি প্রণয়নে সহায়তা থেকে শুরু করে মাঠপর্যায়ে তার বাস্তবায়ন পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা সমন্বয়, ভূমি ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন কার্যক্রম, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং জনসেবা—বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরাসরি মানুষের জন্য কাজ করা যায়। আমার নেতৃত্ব, সমন্বয়, সমস্যা সমাধান ও জনসম্পৃক্ততার আগ্রহের সঙ্গে এই ক্যাডারের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই প্রশাসন ক্যাডারকে প্রথম পছন্দ দিয়েছি।

৪. আগস্ট কেন অবিস্মরণীয়?

নমুনা উত্তর:

স্যার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসে আগস্ট মাস বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য অবিস্মরণীয়। ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়, যা মানবসভ্যতাকে যুদ্ধ ও পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন করে। ১৯৪৭ সালের আগস্টে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আবার ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলন ৫ আগস্ট একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। তাই আগস্ট একই সঙ্গে শোক, আত্মত্যাগ, রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার মাস।

৫. পলাশীর যুদ্ধ মূলত কেন হয়?

নমুনা উত্তর:

স্যার, পলাশীর যুদ্ধের মূল কারণ ছিল বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বন্দ্ব। কোম্পানি শুল্কমুক্ত বাণিজ্য-সুবিধার অপব্যবহার করছিল, নবাবের অনুমতি ছাড়া কলকাতায় দুর্গ শক্তিশালী করছিল এবং তাঁর বিরোধীদের আশ্রয় দিচ্ছিল। নবাব এসব কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে সংঘাত তৈরি হয়। অন্যদিকে কোম্পানি মীর জাফর, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভসহ নবাববিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা করে। তাই ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ মূলত বাণিজ্যিক স্বার্থ, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতার সম্মিলিত ফল।

এক্সটার্নাল ১/২

১. ক্রিপ্টো মাইনিং কী?

নমুনা উত্তর:

স্যার, ক্রিপ্টো মাইনিং হলো কম্পিউটারের প্রসেসিং ক্ষমতা ব্যবহার করে ব্লকচেইন নেটওয়ার্কের লেনদেন যাচাই এবং নতুন ব্লক যুক্ত করার প্রক্রিয়া। বিশেষ করে Proof of Work পদ্ধতিতে মাইনাররা জটিল গাণিতিক সমস্যা

সমাধানের প্রতিযোগিতা করেন। সফল মাইনার পুরস্কার হিসেবে নতুন ক্রিপ্টোকারেন্সি ও লেনদেন ফি পেতে পারেন। এই প্রক্রিয়া নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা বজায় রাখে, তবে এতে বিপুল বিদ্যুৎ ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার প্রয়োজন হতে পারে।

২. প্রশাসনের উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব?

নমুনা উত্তর:
স্যার, প্রশাসনের উন্নয়নের জন্য প্রথমত নিয়োগ ও পদোন্নতিতে মেধা, সততা ও যোগ্যতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর সেবা সম্প্রসারণ করতে হবে। তৃতীয়ত, সেবার সময়সীমা নির্ধারণ, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যকর এবং কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সিদ্ধান্ত, আন্তঃদপ্তর সমন্বয়, নাগরিকের মতামত গ্রহণ এবং কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন চালু করলে প্রশাসন আরও দক্ষ, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব হবে।

৩. বিগ ডেটার একটা ব্যবহার বলুন।

নমুনা উত্তর:
স্যার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিগ ডেটার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। যেমন—স্যাটেলাইটের তথ্য, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, নদীর পানির উচ্চতা, মোবাইল লোকেশন এবং অতীতের দুর্যোগের তথ্য একসঙ্গে বিশ্লেষণ করে বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা আগে থেকেই চিহ্নিত করা যায়। এর মাধ্যমে দ্রুত সতর্কবার্তা দেওয়া, আশ্রয়কেন্দ্র নির্বাচন এবং ত্রাণসামগ্রী সঠিক স্থানে পৌঁছানো সম্ভব।

৪. ইংরেজিতে দক্ষতা কেমন জানতে চায়। এরপর জাতীয় সংগীতের প্রথম দুই লাইন ইংরেজিতে বলতে বলেছে।

নমুনা উত্তর:
Sir, I believe I have a good working command of English. I can communicate effectively in both written and spoken English. However, I am continuously working to improve my fluency and vocabulary.

The first two lines may be translated as:

“O my Bengal of gold, I love you.
Forever your sky and your air play the flute in my heart.”

৫. বিবর্তনবাদ নিয়ে আমার ধারণা জানতে চায়।

নমুনা উত্তর:
স্যার, বিবর্তনবাদ হলো জীববিজ্ঞানের একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যা ব্যাখ্যা করে—বংশগত বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক নির্বাচন, জিনগত পরিবর্তন এবং পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের মাধ্যমে জীবের বৈশিষ্ট্য বহু প্রজন্ম ধরে পরিবর্তিত হয়। চার্লস ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাটিকে সুসংগঠিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। বিবর্তনবাদ অনুযায়ী মানুষ বর্তমান বানর থেকে সরাসরি সৃষ্টি হয়নি; বরং মানুষ ও অন্যান্য প্রাইমেটের দূর অতীতে অভিন্ন পূর্বপুরুষ ছিল। জীবাশ্ম, জিনতত্ত্ব ও তুলনামূলক শারীরবিদ্যা এই তত্ত্বের পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রদান করে।